

সচেতনতা আজ নিরাপত্তার প্রথম ধাপ

অন্ধকার গলির ডিজিটাল ফাঁদ

সাইবার অপরাধের বাস্তব চিত্র নিয়ে শিক্ষামূলক গল্প



সচেতন হোন
নিরাপদ থাকুন
অন্যকে সচেতন করুন

প্রতারকরা এখন আর দরজায় আসে না...
তারা আসে আপনার ফোনে।

ডিজিটাল জীবন
নিরাপদ রাখুন

সচেতনতা আজ নিরাপত্তার প্রথম ধাপ

অন্ধকার গলির ডিজিটাল ফাঁদ

সাইবার অপরাধের বাস্তব চিত্র নিয়ে শিক্ষামূলক গল্প

স্বত্ব ও প্রকাশনায়

নেটকম লার্নিং বাংলাদেশ

www.netcomlearning.com

জুলাই ২০২৬

প্রতারকরা এখন আর দরজায় আসে না..

তারা আসে আপনার ফোনে।

সচেতনতা আজ নিরাপত্তার প্রথম ধাপ

অন্ধকার গলির ডিজিটাল ফাঁদ

সাইবার অপরাধের বাস্তব চিত্র নিয়ে শিক্ষামূলক গল্প

পরিকল্পনা ও সম্পাদনায়

মুল্লী আশিক মাহমুদ

প্রচ্ছদ শিল্পী ও লেখক

শান্তা ইসলাম সু'আদ

ডিজাইন

উছামা বিন আলম

জান্নাতুল ফেরদৌস

ফাল্গুণী আরা মিম

স্বত্ব ও প্রকাশনায়

নেটকম লার্নিং বাংলাদেশ

জুলাই ২০২৬

মূল্য

মুদ্রিত ৩৫০ট

ই-বুক ১৯৯ট

ভূমিকা

প্রতারকরা এখন আর দরজায় কড়া নাড়ে না।

তারা আসে একটি ফোনকল, একটি লিংক, একটি আকর্ষণীয় অফার কিংবা পরিচিত কারও নকল কণ্ঠ হয়ে।

মাত্র একটি ভুল ক্লিক, অসতর্ক সিদ্ধান্ত বা কয়েক সেকেন্ডের তাড়াহুড়ায় হারিয়ে যেতে পারে টাকা, ব্যক্তিগত তথ্য, সামাজিক সম্মান এবং বহু বছরের পরিশ্রম। অথচ সঠিক সময়ে সামান্য সচেতনতাই বড় একটি ক্ষতি থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে।

“অস্বাকার গলির ডিজিটাল ফাঁদ” শুধু একটি চিত্রগল্পের বই নয়; এটি আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া সাইবার প্রতারণার সহজ ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এই বইয়ে ভুয়া হেল্পডেস্ক, অনলাইন অফার, ক্ষতিকর লোন অ্যাপ, ডিপফেক, সিম সোয়াপিং, অনিরাপদ পাবলিক Wi-Fi, নকল কণ্ঠ এবং ফিশিংয়ের মতো পরিচিত ডিজিটাল ঝুঁকি গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিটি গল্প এমনভাবে সাজানো, যেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, চাকরিজীবী, উদ্যোক্তা এবং সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা সহজেই বিপদের সংকেত চিনতে পারেন। গল্পের শেষে থাকা নিরাপত্তা নির্দেশনাগুলো বাস্তব জীবনে দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

এই বইয়ের উদ্দেশ্য কাউকে প্রযুক্তিবিদ বানানো নয়; বরং নিজের পাশাপাশি পরিবার, সহকর্মী এবং সমাজের অন্য মানুষকেও নিরাপদ রাখতে প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরি করা।

আজ এই বইটি পড়তে আপনার অল্প কিছু সময় লাগবে। কিন্তু এর একটি শিক্ষা হয়তো কোনো দিন আপনার অর্থ, পরিচয়, সম্মান কিংবা প্রিয়জনকে বড় একটি ডিজিটাল বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

তাই বইটি শুধু পড়বেন না বরং পরিবারের সঙ্গে পড়ুন, আলোচনা করুন এবং অন্তত একজন মানুষের কাছে সচেতনতার বার্তাটি পৌঁছে দিন।

কারণ প্রতারকরা প্রতিদিন নতুন ফাঁদ তৈরি করলেও জ্ঞান, সচেতনতা এবং একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা।

নিরাপদ ডিজিটাল ভবিষ্যত গড়ার যাত্রা শুরু হোক আমাদের প্রত্যেকের সচেতনতা থেকে।

উৎসর্গ

বাংলাদেশের সেই সব মানুষকে,
যাঁরা ডিজিটাল প্রতারণায় অর্থ, পরিচয়, সম্মান
কিংবা মানসিক শান্তি হারিয়েছেন।

এবং দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক,
কর্মজীবী ও সাধারণ ডিজিটাল নাগরিকের প্রতি,
যাঁরা সচেতনতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে
নিজেকে রক্ষা করবেন এবং অন্য একজন মানুষকেও
সাইবার প্রতারণার ফাঁদ থেকে বাঁচতে সাহায্য করবেন।

**একটি নিরাপদ, সচেতন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল ভবিষ্যতের
প্রত্যাশায়।**

সূচিপত্র

চার্জের ফাঁদ.....	০১
হেল্লডেস্কের মায়াজাল.....	০৫
সোনার হরিণের ফাঁদ.....	১০
লোন অ্যাপের ডিজিটাল ফাঁদ.....	১৫
ডিপফেক প্রতারণা.....	২০
সিম সোয়াইপিংয়ের ফাঁদ.....	২৫
পাবলিক ওয়াইফাইয়ের অদৃশ্য ফাঁদ.....	২৯
নকল কণ্ঠের ফাঁদ	৩৩
স্পনসরশিপের ছদ্মবেশ	৩৭
ডায়মন্ডের ফাঁদ	৪২
একটি ক্রিকেটের মূল্য	৪৫

চার্জের ফাঁদ



ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ওয়েটিং লাউঞ্জ। যাত্রীরা কেউ ফ্লাইটের অপেক্ষায়, কেউ ফোনে কথা বলছে, আবার কেউ ল্যাপটপে কাজ করছে। মাসুম, একজন ব্যবসায়ী, তার ফ্লাইটের অপেক্ষায় বসে আছে। সারাদিনের ব্যস্ততায় তার ফোনের ব্যাটারি প্রায় শেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ ফোনে লাল ব্যাটারির চিহ্ন জ্বলে উঠল।

5% Battery Remaining মাসুম উদ্বিগ্ন হয়ে বলল,

"ওহ না! এখনই ফোন বন্ধ হয়ে যাবে!"

ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল একটি ফ্রি চার্জিং স্টেশন। বড় করে লেখা—

FREE USB CHARGING STATION

মাসুম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। "বাঁচা গেল!"

সে দ্রুত নিজের USB কেবল বের করে

চার্জিং পোর্টে ফোনটি সংযুক্ত করল।

ফোনে চার্জিংয়ের চিহ্ন ভেসে উঠল।

মাসুম হাসল।

"সমস্যা শেষ।"

কিন্তু বাস্তবে সমস্যার শুরু তখনই হয়েছিল।



একই লাউঞ্জের অন্য পাশে বসে ছিল আবদুল্লাহ। সে ল্যাপটপে একটি সাইবার সিকিউরিটি রিপোর্ট নিয়ে কাজ করছিল। হঠাৎ তার নজর গেল চার্জিং স্টেশনের দিকে। চার্জিং ইউনিটের ছোট ডিসপ্লেতে কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটি লেখা ভেসে উঠল— Data Transfer Active



আবদুল্লাহর চোখ সরু হয়ে গেল। "ডাটা ট্রান্সফার?" "একটা সাধারণ চার্জিং স্টেশনে কেন?" সে আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করল।

তার অভিজ্ঞতা বলছিল— এখানে কিছু একটা অস্বাভাবিক আছে। সে কল্পনা করতে পারছিল— যদি এটি একটি ক্ষতিকর ডিভাইস হয়, তাহলে ফোনের ছবি, কন্টাক্ট, মেসেজ, এমনকি কিছু সংবেদনশীল তথ্যও কপি হয়ে যেতে পারে। এদিকে মাসুম নিশ্চিন্তে বসে আছে। সে বুঝতেই পারছে না যে তার ফোন কেবল চার্জই হচ্ছে না, অন্য কিছু ঘটতেও পারে।

আবদুল্লাহ দ্রুত উঠে দাঁড়াল এবং মাসুমের কাছে পৌঁছে গেল।

"ভাই, এক মিনিট!"

মাসুম অবাক হয়ে তাকাল।

"জি?"

কোনো সময় নষ্ট না করে আবদুল্লাহ ফোনের কেবলটি খুলে দিল।

মাসুম বিস্মিত হয়ে বলল,

"আরে! কী করছেন?"

আবদুল্লাহ শান্তভাবে বলল,

"আপনি জানেন কি, সব USB পোর্ট শুধু বিদ্যুৎ দেয় না?"

মাসুম মাথা নাড়ল। "মানে?"



তিনি দ্রুত চোখজোড়ের দগ্ন পরীক্ষা করলেন। কয়েক দিন আগে একটি ইজাইন এয়েছিল।

ব্যাংকের ছেঁড় অফিসের ন্যায় পাহারা একটি অফিস ব্যক্তি। সেখানে একটি লিফট ছিল। তিনি সেই লিফটে থাকা করেছিলেন।

আরও একটি লাইন। খেঁজ খুলেছিল। তিনি ডেবেছিলেন সেট অফিসিয়াল স্টাটাল। সেখানে নিজের আইডি ও পদ ওয়াট লিখেছিলেন।

আজ তিনি বুঝলেন। সেটি ছিল একটি ডুপ। ওয়েবলাইট। একটি কিপিং ফান। এবং সেটি এক ক্রিমের দল। এখন কোটি টাকার সম্ভিয়েল।

সম্পূর্ণ বইটি পড়তে আপনার কপিটি এখনই সংগ্রহ করুন।

কপি খুলে ফুটে পানি টানুন।
আরও নিজের
নয়ন বহির্ভূত পানি। যেন খেয়ে গেছে।

"এখন কী হবে?"

"এই টাকার দায় কি আমার?"

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুনঃ



+8801332810829

"মানুষের আত্মজীবনের টাকার। ব্যাংক ডাক্তারের এই পুঁজি দায়ভার তো এখন আমার ঘাড়ের এসে পড়বে। কী করব? আনি কীভাবে সমাধান দেব?"

www.netcomlearning.com.bd